কালের কণ্ঠ

তারিখ ৩১ JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিএড কোর্সের ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগ

শরীফুল আলম সুমন ▶

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম যে খেয়ালখুশিমতো চলছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সদ্য ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ হওয়া সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর বিএড (প্রফেশনাল) কোর্সেও। এই কোর্সে আবেদনকারীদের মেধার ভিত্তিতে তালিকা করে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে। অনার্সে প্রথম শ্রেণী পাওয়া আবেদনকারীদের অনেকেই মেধা তালিকায় স্থান না পেলেও দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়ারা রয়েছেন তালিকায়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মেধাবীরা বাদ পড়ার অভিযোগ। ঢাকা টিটিসিতে এক-তৃতীয়াংশ আসন খালি রেখেই ভর্তি সম্পন্ন

জানা গেছে, ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিসি) ঢাকায় আসন রয়েছে ৬৫০টি। এর বাইরে আরো ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এবার এ কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেন এক হাজার ৪৭৬ জন। মেধার ভিত্তিতে ৬০০ জনকে ভর্তির অনুমোদন দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ভর্তি হয় মাত্র ৪২৬ জন। অপেক্ষমাণ তালিকা না থাকায় আবেদনকারী অন্যদের ভর্তির সুযোগ দিতে পারছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। যাঁরা ভর্তি হতে পারছেন না তাঁদের অনেকেই অনার্সে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত। প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত অনেকে ভর্তির সুযোগ না পেলেও দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়া অনেক শিক্ষার্থীই মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু ঢাকার এই কলেজই নয়, সারা দেশে অবস্থিত ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজেরও চিত্র প্রায় একই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভিন্ন টিটিসির শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোয় যাতে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে, সে জন্যই আসন খালি থাকা সত্ত্বেও টিটিসিতে কমসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আসন খালি থাকলে অবশ্যই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। আবেদনকারী থাকা সত্ত্বেও কেন কমসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন করা হলো সে বিষয়টি দেখছি। তবে দ্রুতই দ্বিতীয় মেধা তালিকা দেওয়া হবে।'

শাহনাজ খালেক নামের এক আবেদনকারী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স করেছি। অনার্সে প্রথম শ্রেণী ছিল। মাস্টার্সে অল্পের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছি। আমাদের কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। অনেকেই অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েও ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। তাহলে আমি কেন পেলাম না?'

ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স করা শিক্ষার্থী সজল রায় বলেন, 'ইংরেজিতে অনার্স করা শিক্ষার্থীদের যাঁরা এবার ঢাকা টিটিসিতে আবেদন করেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই সুযোগ পায়নি। তাহলে কি এখন আর ইংরেজি শিক্ষকের প্রয়োজন নেই? কলেজে গিয়ে শুনলাম এখনো অনেক সিট খালি আছে।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, নভেম্বরে বিএড (প্রফেশনাল) কোর্সের জন্য ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তবে বিজ্ঞপ্তিটি কত তারিখে দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ নেই। তবে এবারই প্রথম অনলাইনে আবেদন করতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে ২৭ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সময়সীমা দেওয়া হয়। বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ৩১ ডিসেম্বর। অথচ বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী কেউ আবেদন ও ভর্তি হতে পারেনি।

টিটিসি সূত্র জানা যায়, ২০ ডিসেম্বরের আগে কেউ আবেদন করতে পারেননি। ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এ আবেদন গ্রহণ করা হয়। প্রথমে ১৫ জানুয়ারিতে ফলাফল দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয় ২০ জানুয়ারিতে। আর ২১ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি করা হয়। ভর্তির সুযোগ পাওয়া অনেকেই ভর্তি না হওয়ায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন এখনো খালি রয়েছে।

ঢাকা টিটিসির অধ্যক্ষ প্রফেসর দীপক কুমার নাগ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আসন খালি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন না দেওয়ায় এবার অনেক শিক্ষককেই খুব কমসংখ্যক ক্লাস দিতে পারব। আবার ৬৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য আবাসিক ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে। সে সিটগুলোও খালি থাকবে।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড (প্রফেশনাল) কোর্সের ডিন অধ্যাপক সাহেদা বানু কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না তবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা ভর্তির জন্য নতুন তালিকা দেব। যদি ইংরেজি বিষয়ের কমসংখ্যক শিক্ষার্থী সুযোগ পেয়ে থাকেন, তাহলে বিষয়টি ভেবে দেখব।' তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের চিন্তা কিসের। তাঁরা তো সরকারি চাকরি করে।'